

স্বাধীনতা এবং আৰাম



ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন কৰা
মানসিক শান্তিৰ দিকে নিয়ে যায়।

স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য

শায়খপড বই

শায়খপড বুকস, ২০২৫ দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটি তৈরিতে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তবুও এখানে থাকা তথ্য ব্যবহারের ফলে কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য, অথবা ক্ষতির জন্য প্রকাশক কোনও দায়ভার গ্রহণ করবেন না।

স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য

প্রথম সংস্করণ। ২২ জুন, ২০২৫।

কপিরাইট © ২০২৫ শায়খপড বই।

শায়খপড বুকস কর্তৃক লিখিত।

সুচিপত্র

[সুচিপত্র](#)

[স্বীকৃতি](#)

[কম্পাইলারের নোটস](#)

[ভূমিকা](#)

[স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য](#)

[ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক](#)

[অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া](#)

স্বীকৃতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, যিনি আমাদের এই খণ্ডটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁর পথ আল্লাহ মানবজাতির মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন।

আমরা সমগ্র শায়খপড় পরিবারের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের ছোট্ট তারকা ইউসুফের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ শায়খপড় বইয়ের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিতপ্রাণ সহায়তা শায়খপড়কে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করুন এবং এই কিতাবের প্রতিটি অক্ষর তাঁর মহিমাম্বিত দরবারে কবুল করুন এবং শেষ দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ দিন।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

কম্পাইলারের নোটস

আমরা এই খণ্ডে ন্যায়বিচার করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, তবে যদি কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় তবে সংকলক ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে তার জন্য দায়ী থাকবেন।

এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে মেনে নিই। আমরা হয়তো অসচেতনভাবে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তা সাদরে গৃহীত হবে। ShaykhPod.Books@gmail.com ঠিকানায় গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটিতে প্রকৃত স্বাধীনতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনাটি পবিত্র কুরআনের ৪র্থ সূরা আন নিসার ২৬-২৮ আয়াতের উপর ভিত্তি করে তৈরি:

"আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের [সৎ] কর্মকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করতে চান এবং তোমাদের তওবা কবুল করতে চান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করতে চান, কিন্তু যারা কামনা-বাসনার অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা বিরাট বিচ্যুতির দিকে ধাবিত হও। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য লাঘব করতে চান; আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

আলোচ্য পাঠগুলি বাস্তবায়ন করলে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণে সহায়তা হবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করলে মন ও দেহের শান্তি ফিরে আসে।

স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য

অধ্যায় ৪ – আন নিসা, আয়াত ২৬-২৮

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا
﴿٢٧﴾

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

“আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের [সৎ]
কর্মকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করতে চান এবং তোমাদের তওবা কবুল করতে চান।
আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করতে চান, কিন্তু যারা কামনা-বাসনার অনুসরণ
করে তারা চায় তোমরা বিরাট বিচ্যুতির দিকে ধাবিত হও।

আর আল্লাহ তোমাদের উপর লাঘব করতে চান; আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি
করা হয়েছে।”

মহান আল্লাহ চান মানবজাতি এই পৃথিবীর জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোক যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে। সূরা আল-মুলক, আয়াত ২:

" যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম..."

ফলস্বরূপ, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে একটি ঐশ্বরিক আচরণবিধি নাজিল করেছেন, যাতে মানুষ এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে ঠিক যেমন তিনি পূর্ববর্তী প্রজন্মের জন্য ঐশ্বরিক আচরণবিধি নাজিল করেছিলেন। ৪র্থ সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৬:

"আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলতে চান এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের [সং] আচার-আচরণ অনুসরণ করতে চান..."

ঐশ্বরিক আচরণবিধি মানবজাতিকে শেখায় কিভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করবে এবং বিচারের দিনে তাদের জবাবদিহিতার জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু এবং প্রত্যেককে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে স্থান দেবে। অতএব এই আচরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। তাদের চারপাশের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের পর্যবেক্ষণ করে মহান আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মানসিক শান্তি অর্জনের বাস্তবতা বোঝা যায়। এটা স্পষ্ট যে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করেছিলেন, তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ

সঠিকভাবে ব্যবহার করে মানসিক শান্তি পেয়েছিলেন। অন্যদিকে, যারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করেছিলেন তারা ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা পেয়েছিলেন এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছু হারিয়ে ফেলেছিলেন। অতএব, এই মনোভাব তাদের চাপ, অসুবিধা এবং সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, এমনকি তারা পার্থিব বিলাসিতা উপভোগ করলেও। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 26:

"আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলতে চান এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের [সৎ] আচার-আচরণ অনুসরণ করতে চান..."

কিন্তু যেহেতু মানুষকে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করা হয়নি, তাই মহান আল্লাহ তাদের কাছ থেকে পরিপূর্ণতা দাবি করেন না। বরং, তিনি আশা করেন যে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করবে এবং যখনই তারা পাপ করবে, তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হবে এবং তাদের আচরণ সংশোধন করবে। অধ্যায় 8 আন নিসা, আয়াত ২৬:

"আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের [সৎ] আমলের দিকে পরিচালিত করতে চান এবং তোমাদের তওবা কবুল করতে চান..."

আন্তরিক তওবার মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ অনুভব করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করে। একজনকে আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে

হবে যে সে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করবে না এবং আল্লাহ, মহান আল্লাহ এবং মানুষের প্রতি লিঙ্ঘিত যেকোনো অধিকারের ক্ষতিপূরণ দেবে। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত অনুগ্রহগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে আল্লাহ, মহান আল্লাহর আনুগত্য অব্যাহত রাখতে হবে।

যেহেতু একমাত্র মহান আল্লাহই সবকিছু জানেন, তাই তিনিই একমাত্র নিখুঁত আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা মনের শান্তির দিকে পরিচালিত করে। তিনিই মানবজাতিকে তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখাতে পারেন যাতে তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে পারে। এবং তিনিই একমাত্র মানবজাতিকে তাদের জীবনের মধ্যে সবকিছু এবং প্রত্যেককে সঠিকভাবে স্থান দিতে শেখাতে পারেন। জ্ঞান, দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে সমস্ত মানবসৃষ্ট আচরণবিধি কখনও মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করতে পারে না। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ২৬:

"... আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"

মহান আল্লাহ আরও জোর দিয়ে বলেন যে, অনুতাপের দরজা এবং মানসিক প্রশান্তির পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং সতর্ক করে দেন যে, অন্যরা তাদেরকে মানসিক প্রশান্তির পথ থেকে বিচ্যুত করতে চাইবে। (সূরা ৪ আন নিসা, আয়াত ২৭)

"আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করতে চান, কিন্তু যারা [তাদের] প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা [এক বিরাট পথভ্রষ্টতার] দিকে ধাবিত হও।"

যেহেতু ইসলাম মানবজাতিকে তাদের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে শেখায় যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে, তাই ইসলামী শিক্ষা তাদের মনোভাবের বিপরীত, যারা কেবল তাদের পার্থিব কামনা-বাসনা পূরণ করতে চায়। ফলস্বরূপ, এই লোকেরা সেইসব মুসলিমদের সমালোচনা করবে যারা মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে চায়।

তাছাড়া, যখন কেউ তার চারপাশের লোকেদের থেকে ভিন্ন পথ বেছে নেয়, তখন তার জীবনে নিজের পথ, প্রদত্ত আশীর্বাদগুলো তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহারের পথ সম্পর্কে খারাপ অনুভূতি তৈরি হয় এবং ফলস্বরূপ তারা মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি তাদের নিষ্ঠার জন্য তাদের সমালোচনা করে। দুঃখের বিষয়, এই সমালোচনা প্রায়শই প্রথমে আসে তার নিজের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে।

এছাড়াও, সমাজের অন্যান্য উপাদান, যেমন সোশ্যাল মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি, সেই ব্যক্তির সমালোচনা করবে যে মহান আল্লাহকে মেনে চলার চেষ্টা করে, কারণ ইসলামের প্রসার তাদেরকে সম্পদ অর্জন এবং প্রভাব বিস্তার থেকে বিরত রাখে। ইসলাম যেসব শিল্পের সমালোচনা করে, যেমন অ্যালকোহল এবং বিনোদন শিল্প, সমাজের মধ্যে মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করতে মুসলিমদের নিরুৎসাহিত করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালায়। এটি একটি প্রধান কারণ যে সামাজিক মিডিয়া, ফ্যাশন এবং সংস্কৃতিতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা এত ব্যাপক।

পরিশেষে, যখনই কেউ ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করার চেষ্টা করে, যার মধ্যে রয়েছে নিজের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা যাতে তারা ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত আশীর্বাদগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, তখন অন্যান্য লোকেরা যারা তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে পশুর মতো জীবনযাপন করতে চায় তারা অনুভব করবে যে ইসলাম এবং মুসলমানরা তাদের পশুর মতো দেখাচ্ছে। ফলস্বরূপ, তারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে এবং মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষা অনুশীলন থেকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করবে যাতে তারা তাদের মতো আচরণ করে পশুসুলভ জীবনযাপন করে যেখানে তারা তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করে। এই লোকেরা ইসলামের নির্দিষ্ট উপাদানগুলিকে লক্ষ্য করবে যাতে অন্যদের তা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়, যেমন নারীদের জন্য ইসলামিক পোশাক কোড। সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন যে কেউ তাদের দুর্বল এবং খালি সমালোচনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে যে তাদের একমাত্র সমস্যা ইসলামের সাথে এবং এটি কীভাবে একজনকে তাদের আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, তারা ইসলামে নারী পোশাক কোডের সমালোচনা করে কিন্তু অন্য কোনও পোশাক কোডের সমালোচনা করে না যা সমাজের প্রতিটি দিকের মূল উপাদান, যেমন পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী, হাসপাতাল কর্মী, স্কুল এবং ব্যবসা। তাদের কেবল নারীদের ইসলামিক পোশাক কোড নিয়েই সমস্যা আছে এবং সমাজের মধ্যে অন্য কোনও পোশাক কোড নেই তা স্পষ্টভাবে তাদের দুর্বল এবং ভিত্তিহীন সমালোচনা দেখায়। বাস্তবে, ইসলাম এবং মুসলমানরা তাদেরকে পশুর মতো দেখায় এবং ফলস্বরূপ তারা যেভাবেই পারে ইসলামের সমালোচনা করে। অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ২৭:

"আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করতে চান, কিন্তু যারা [তাদের] প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা [এক বিরাট পথভ্রষ্টতার] দিকে ধাবিত হও।"

এটি সেইসব মুসলিমদের কথাও বলতে পারে যারা ধর্মীয় উদ্ভাবনের উপর কাজ করতে চায় যাতে তারা তাদের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে, যেমন ইসলামের মধ্যে দলাদলি তৈরি করে নেতৃত্ব এবং সম্পদ অর্জন করা। অতএব,

মুসলমানদের জন্য নির্দেশনার দুটি উৎস কঠোরভাবে মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঐতিহ্য, এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য সকল উৎস এড়িয়ে চলা। ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, এমনকি যদি তা সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে, তবুও তারা নির্দেশনার দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা ফলস্বরূপ পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে। এই কারণেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে আবু দাউদের ৪৬০৬ নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে বিষয় দুটি নির্দেশনার উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যান করবেন। উপরন্তু, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করা হবে, তত বেশি তারা ইসলামের শিক্ষার বিরোধিতাকারী বিষয়গুলিতে কাজ করতে শুরু করবে। এভাবেই শয়তান ধাপে ধাপে মানুষকে বিপথগামী করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমন কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এবং চ্যালেঞ্জ করে। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করার অভ্যাস রাখে, তাই তারা সহজেই এই ফাঁদে পড়ে যাবে এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরু করবে যা সরাসরি ইসলামের শিক্ষার সাথে চ্যালেঞ্জ করে। এমনকি তারা আল্লাহ, মহিমাম্বিত এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করতে শুরু করবে যা ইসলামের শিক্ষার সাথেও সাংঘর্ষিক, যেমন বিশ্বাসী মানুষ বা অতিপ্রাকৃত প্রাণীরা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তাদের জ্ঞান নির্দেশনার দুটি উৎস ব্যতীত অন্য উৎস থেকে নেওয়া হয়। এই বিভ্রান্তিকর অনুশীলন এবং বিশ্বাসগুলির মধ্যে কিছু স্পষ্ট কুফরি, যেমন কালো জাদু অনুশীলন করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ১০২:

"...সুলাইমান কুফরী করেনি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে জাদু এবং ব্যাবিলনের দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুতের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। কিন্তু তারা [অর্থাৎ, দুই ফেরেশতা] কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তারা বলে, "আমরা একটি পরীক্ষা, তাই [যাদু অনুশীলন করে] কুফরী করো না।"..."

সুতরাং একজন মুসলিম অজান্তেই তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করে কাজ করার অভ্যাস রয়েছে। এই কারণেই ধর্মীয় উদ্ভাবনগুলিতে কাজ করা যা নির্দেশনার দুটি উৎসের মধ্যে নিহিত নয়, তা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সূরা ২ আল বাকারা, আয়াত ২০৮:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

এবং অধ্যায় ৪ আন নিসা, আয়াত ২৭:

"আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করতে চান, কিন্তু যারা [তাদের] প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় তোমরা [এক বিরাট পথভ্রষ্টতার] দিকে ধাবিত হও।"

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর দৃঢ় থাকতে হবে, কারণ তিনি জানেন যে তিনি তাকে মনের শান্তি দেবেন যা তাকে মানুষের সমালোচনা থেকে রক্ষা করবে। অন্যদিকে, মানুষকে খুশি করার জন্য মহান আল্লাহর অবাধ্যতা কেবল মানসিক শান্তি নষ্ট করবে কারণ একজন ব্যক্তি অনিবার্যভাবে তাকে প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এটি তাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা অর্জন করতে বাধা দেবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সবকিছুকে ভুল জায়গায় নিয়ে যাবে। অধ্যায় ৩ আলে ইমরান, আয়াত ১৪৬:

"...কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো - তাহলে অবশ্যই এটি দৃঢ় সংকল্পের বিষয়।"

একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া যেমন পার্থিব সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়, যেমন ডাক্তার হওয়া, তেমনি সংগ্রাম ও ত্যাগ ছাড়া উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব, এমন নির্বোধ মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয় যেখানে তারা বিশ্বাস করে যে, তারা কেবল মৌখিকভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করার কারণেই, মহান আল্লাহ তাদেরকে মানসিক শান্তি দেবেন। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত সঠিক আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে সংগ্রাম করা, উভয় জগতেই মানসিক শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়। সূরা ১৬ আন নাহল, আয়াত ৯৭:

"যে কেউ সংকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, মুমিন অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রতিদান দেব যা তারা করত।"

কিন্তু যদি কেউ ইসলামী শিক্ষা উপেক্ষা করে মানুষের তৈরি আচরণবিধি অনুসরণ করে, তাহলে তারা তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদের অপব্যবহার করবে। এর ফলে তারা ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে এবং তাদের জীবনের সবকিছু এবং সকলকে ভুল পথে পরিচালিত করবে। যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, জ্ঞান, দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা এবং পক্ষপাতের অভাবের কারণে সমস্ত মানুষের তৈরি আচরণবিধি মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করতে পারে না। অতএব, মানুষের সহজাত দুর্বলতা এবং আচরণবিধি তৈরির

ক্ষেত্রে তাদের দুর্বল প্রচেষ্টাকে মেনে নেওয়া উচিত কারণ এটি কেবল চাপ, ঝামেলা এবং অসুবিধার বিশাল বোঝার দিকে পরিচালিত করবে এবং পরিবর্তে তাদের পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদের হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ঐশ্বরিক আচরণবিধি অনুসরণ করা উচিত, কারণ এটিই উভয় জগতে মানসিক শান্তির দিকে পরিচালিত করে।

৪র্থ অধ্যায় আন নিসা, আয়াত ২৭:

"...কিন্তু যারা [তাদের] আবেগের অনুসরণ করে তারা চায় যে তুমি [একটি] বিরাট বিচ্যুতির দিকে ঠেলে যাও।"

যারা ইসলামে তাদের বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা তার উপর আমল করা থেকে বিরত থাকে তারা বস্তুজগৎ এবং এর সম্পদের প্রতি ভালোবাসার কারণে তা করে। তারা বিশ্বাস করে যে তাদের বিশ্বাস গ্রহণ বা অনুশীলন করা তাদের পার্থিব আনন্দ উপভোগে বাধা সৃষ্টি করবে; তাই, তাদের জন্য, ঈমানকে তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর সীমাবদ্ধতা হিসেবে দেখা হয়, যা তাদেরকে আক্ষরিক বা ব্যবহারিক অর্থে তা থেকে দূরে সরে যেতে প্ররোচিত করে। পরিবর্তে, তারা বস্তুজগৎকে আকর্ষণ করে, বাধা ছাড়াই তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার চেষ্টা করে, নিশ্চিত করে যে এই সাধনার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি নিহিত। যারা তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করে যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তাদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করে এবং প্রকাশ করে, তাদের তারা তুচ্ছ করে দেখে। তারা এই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে নীচু বান্দা হিসেবে বিবেচনা করে যারা আনন্দ থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে তারা, কাফের এবং পথভ্রষ্টরা, নিজেদেরকে স্বাধীন বলে মনে করে। যাইহোক, এই ধারণা সত্য থেকে অনেক দূরে; বাস্তবে, প্রকৃত দাস হলো তারা যারা মহান আল্লাহকে স্বীকার করতে এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয়, যখন প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

হলো তারা যারা তা করেছে, কারণ তারা নিজেদেরকে পৃথিবীর বন্ধন থেকে মুক্ত করে। এই ধারণাটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একজন দায়িত্বশীল পিতামাতা তাদের সন্তানের খাবারের ধরণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করবেন, তাদের মাঝে মাঝে অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে দেবেন, একই সাথে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করবেন। ফলস্বরূপ, এই শিশুটি তাদের পিতামাতাকে অবাস্তিত সীমাবদ্ধতা আরোপকারী হিসেবে বুঝতে পারে, তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের পিতামাতা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যের দাস হয়ে পড়েছে। বিপরীতে, অন্য একটি শিশুকে তারা যা ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা এবং যত পরিমাণে ইচ্ছা খেতে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই শিশুটি বিশ্বাস করে যে তারা সমস্ত বিধিনিষেধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যখন এই দুটি শিশু একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে, তখন যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে সে তাদের পিতামাতার দ্বারা সীমাবদ্ধ শিশুটির সমালোচনা করে এবং তাকে অবজ্ঞা করে। দ্বিতীয় শিশুটি অন্য সন্তানের অবাধ আচরণ দেখে নিজের জন্যও করুণা বোধ করতে পারে। বাহ্যিকভাবে, মনে হয় যে যে শিশুটিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সে সুখ অর্জন করেছে, অন্যদিকে অন্য শিশুটি জীবনকে উপলব্ধি করার জন্য বিধিনিষেধের দ্বারা এতটাই ভারাক্রান্ত যে সে জীবনকে উপলব্ধি করতে পারে না। যাইহোক, সময়ের সাথে সাথে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। অবাধ বাধাপ্রাপ্ত শিশুটি স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে এমন একজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। ফলস্বরূপ, তারা মানসিক স্বাস্থ্যের চ্যালেঞ্জও ভোগ করে, তাদের চেহারা এবং শারীরিক অবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ওষুধের উপর নির্ভরতা এবং বিভিন্ন রোগের পাশাপাশি বিভিন্ন মানসিক ও সামাজিক অসুবিধা দেখা দেয়। এই সমস্ত কারণগুলি তাদের সুখ এবং জীবনের মানকে বাধাগ্রস্ত করে। বিপরীতে, যে শিশুটি পিতামাতার বিধিনিষেধের মুখোমুখি হয়েছিল সে মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে। এর ফলে তাদের শরীর এবং ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের একটি দৃঢ় অনুভূতি তৈরি হয়, যা তাদের জীবনে সাফল্যকে সহজতর করে। সঠিক ভারসাম্য এবং নির্দেশনার মাধ্যমে বেড়ে ওঠার ফলে তারা ওষুধ, রোগ এবং মানসিক ও সামাজিক সমস্যার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত থাকে। এইভাবে, অনিয়ন্ত্রিত শিশুটি শেষ পর্যন্ত অসংখ্য কারণের দাস হয়ে যায়, যখন সীমাবদ্ধ শিশুটি সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে আসে।

পরিশেষে, প্রকৃত দাস হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছু অধীনস্থ হয়ে পড়ে, যার মধ্যে রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সামাজিক প্রত্যাশা, ফ্যাশন এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, যা মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিক সমস্যার কারণ হতে পারে। বিপরীতে, প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণ করে, যার ফলে সে মানসিক ও শারীরিক শান্তি অর্জন করে। ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, আয়াত ২৮:

" আর আল্লাহ তোমাদের উপর লাঘব করতে চান; আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

এবং ৭ম সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৫৭:

"যারা সেই রসূলের অনুসরণ করে, যিনি নিরক্ষর নবী, যাঁর কথা তারা তাদের কাছে তওরাত ও ইঞ্জিলের কিতাবে লেখা আছে, যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য সৎকাজ হালাল করেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের উপর থেকে বোঝা দূর করেন।" এবং তাদের উপর থাকা শেকলগুলি..."

অতএব, একজন ব্যক্তির অবশ্যই নিজের স্বার্থে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা উচিত, এমনকি যদি তা তার ইচ্ছার বিরোধিতা করেও। তাদের এমন একজন বিজ্ঞ রোগীর মতো আচরণ করা উচিত যিনি তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন, যদিও তাদের জন্য তিক্ত ওষুধ এবং কঠোর খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। এই বিজ্ঞ রোগী যেমন ভালো মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করবেন, তেমনি যে ব্যক্তি

ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তার উপর আমল করেন তিনিও ভালো থাকবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা তাদের নির্ধারিত ওষুধের পিছনের বিজ্ঞান বোঝেন না এবং তাই তাদের ডাক্তারের উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, তবুও মহান আল্লাহ মানুষকে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান যাতে তারা তাদের জীবনে এর ইতিবাচক প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আশা করেন না যে লোকেরা ইসলামের শিক্ষার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করবে এবং পরিবর্তে তিনি চান যে তারা এর স্পষ্ট প্রমাণ থেকে এর সত্যতা স্বীকার করবে। তবে এর জন্য একজন ব্যক্তির ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করার সময় একটি নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মন গ্রহণ করা প্রয়োজন। অধ্যায় ১২ ইউসুফ, আয়াত ১০৮:

"বলুন, 'এটি আমার পথ; আমি এবং আমার অনুসারীরা, বিজ্ঞতার সাথে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি...'"

অধিকন্তু, যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলাই মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাসস্থল, নিয়ন্ত্রণ করেন, তাই তিনিই একমাত্র সিদ্ধান্ত নেন কে তা পাবে এবং কে পাবে না। ৫৩ তম সূরা আন নাজম, আয়াত ৪৩:

"এবং তিনিই [একজনকে] হাসান এবং কাঁদান।"

আর এটা স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহ কেবল তাদেরকেই মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যারা তাঁর প্রদত্ত আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করে। ৪র্থ অধ্যায় আন-নিসা, আয়াত ২৮:

" আর আল্লাহ তোমাদের উপর লাঘব করতে চান; আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

ভালো চরিত্রের উপর ৫০০ টিরও বেশি বিনামূল্যের ই-বুক

500+ FREE English Books & Audiobooks / اردو کتب / کتب عربیة / Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

<https://shaykhpod.com/books/>

Backup Sites for eBooks: <https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/>
<https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books>
<https://shaykhpod.weebly.com>
<https://archive.org/details/@shaykhpod>

YouTube: <https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists>

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: <https://shaykhpod.com/>

অন্যান্য শায়খপড মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs

অডিওবুকস : <https://shaykhpod.com/books/#audio>

ছবি: <https://shaykhpod.com/pics>

সাধারণ পডকাস্ট: <https://shaykhpod.com/general-podcasts>

পডওয়ান: <https://shaykhpod.com/podwoman>

পডকিড: <https://shaykhpod.com/podkid>

উর্দু পডকাস্ট: <https://shaykhpod.com/urdu-podcasts>

লাইভ পডকাস্ট: <https://shaykhpod.com/live>

ইমেলের মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্লগ এবং আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন:
<http://shaykhpod.com/subscribe>

অডিওবুকের ব্যাকআপ সাইট : <https://archive.org/details/@shaykhpod>

